যোয়েলের পুস্তক এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ - সংখ্যা ছত্রিশ

Jeff Pippenger
2026-01-27

সংখ্যা ছত্রিশ

‘bustle’ কালে—যা জেমস হোয়াইট ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-পরবর্তী মিলারাইটদের বিচ্ছুরণ বলে চিহ্নিত করেছেন—উইলিয়াম মিলার ১৮৪৭ সালে একটি স্বপ্ন দেখেন, এবং দুই বছর পরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

> যদি উইলিয়াম মিলার তৃতীয় বার্তার আলো উপলব্ধি করতে পারতেন, তবে তাঁর কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও রহস্যময় বলে প্রতীয়মান ছিল যে বহু বিষয়, সেগুলি ব্যাখ্যাত হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁর প্রতি এমন গভীর প্রেম ও আগ্রহ প্রকাশ করেছিল যে, তিনি মনে করলেন তিনি তাঁদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না। তাঁর হৃদয় সত্যের দিকে ঝুঁকত, এবং তখন তিনি তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের দিকে তাকাতেন; তাঁরা তা-ই বিরোধিতা করতেন। যারা যীশুর আগমন ঘোষণা করতে তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাদের থেকে কি তিনি বিচ্ছিন্ন হতে পারতেন? তিনি মনে করেছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করবেন না।
>
> ঈশ্বর তাঁকে শয়তানের ক্ষমতা—মৃত্যুর প্রভুত্ব—এর অধীনে পতিত হইতে অনুমতি দিলেন, এবং যাহারা অবিরত তাঁহাকে সত্য হইতে টানিয়া দূরে লইয়া যাইতেছিল, তাহাদের হইতে তাঁকে সমাধিতে লুকাইয়া রাখিলেন। প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে মোশি ত্রুটি করিয়াছিলেন। তদ্রূপ, আমি দেখিলাম যে, স্বর্গীয় কানানে প্রবেশের সন্নিকটে থাকাকালেই, সত্যের বিরুদ্ধে তাহার প্রভাব চলিতে দিয়া, উইলিয়াম মিলার ত্রুটি করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাকে অন্যেরা পরিচালিত করিয়াছিল; ইহার জন্য জবাবদিহিও অন্যেরাই করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের এই দাসের অমূল্য দেহধূলি দেবদূতেরা রক্ষা করিতেছেন, এবং অন্তিম তূর্যধ্বনিতে তিনি উত্থিত হইবেন।
>
> একটি দৃঢ় পাদমঞ্চ
>
> "আমি একদল লোককে দেখলাম, যারা সু-রক্ষিত ও অটল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল, মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে অস্থির করতে চায় এমনদের কোনো প্রশ্রয় দেয়নি। ঈশ্বর তাদের ওপর সন্তোষের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আমাকে তিনটি ধাপ দেখানো হলো—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা। আমার সহযাত্রী স্বর্গদূত বললেন, 'ধিক তাকে, যে এই বার্তাগুলির কোনো গাঁথুনির খণ্ড সরাবে বা কোনো খুঁটি টলাবে। এই বার্তাগুলির প্রকৃত অনুধাবন অতীব জরুরি। এগুলি যেভাবে গ্রহণ করা হয়, তার ওপর আত্মাদের পরিণতি নির্ভর করে।' আমি আবার এই বার্তাগুলির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হলাম, এবং দেখলাম ঈশ্বরের লোকেরা কী মূল্য দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এটি প্রাপ্ত হয়েছে বহুবিধ যন্ত্রণা ও কঠোর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর ধাপে ধাপে তাদের পরিচালিত করেছেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের একটি দৃঢ়, অচঞ্চল ভিত্তিমঞ্চের উপর স্থাপন করেছেন। আমি দেখলাম, কিছু ব্যক্তি সেই ভিত্তিমঞ্চের কাছে এসে তার ভিত্তি পরীক্ষা করছে। কেউ কেউ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাতে উঠে দাঁড়াল। অন্যরা ভিত্তির ত্রুটি অনুসন্ধান করতে লাগল। তারা চাইল যে সংশোধন আনা হোক, তাহলে

ভিত্তিমঞ্চটি আরও পরিপূর্ণ হবে এবং লোকেরা অনেকে বেশি সুখী হবে। কেউ কেউ সেটি পরীক্ষা করার জন্য ভিত্তিমঞ্চ থেকে নেমে এসে ঘোষণা করল যে এটি ভুলভাবে স্থাপিত। কিন্তু আমি দেখলাম, প্রায় সকলেই ভিত্তিমঞ্চের উপর অটল দাঁড়িয়ে রইল এবং যারা নেমে গিয়েছিল তাদের অভিযোগ থামাতে উপদেশ দিল; কারণ ঈশ্বরই ছিলেন প্রধান স্থপতি, আর তারা তাঁর বিরুদ্ধেই লড়াই করছিল। তারা ঈশ্বরের বিস্ময়কর কার্যসমূহ বর্ণনা করল, যা তাদের এই দৃঢ় ভিত্তিমঞ্চে এনে দাঁড় করিয়েছিল; এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তারা চোখ স্বর্গের দিকে তুলল এবং উচ্চ স্বরে ঈশ্বরের মহিমা করল। এর প্রভাবে, যারা অভিযোগ করছিল এবং ভিত্তিমঞ্চ ত্যাগ করেছিল, তাদের মধ্যে কিছু জন বিনম্র চেহারায় আবার তাতে উঠে দাঁড়াল।" আর্লি রাইটিংস, ২৫৮।

মিলারের বিস্ময়কর কার্যাবলী

উইলিয়াম মিলারের "বিস্ময়কর কর্ম" এমন এক "দৃঢ় ভিত্তি"-র দিকে নিয়ে গিয়েছিল, যা ছিল "মজবুত, অচল প্ল্যাটফর্ম"। "অচল প্ল্যাটফর্ম"-এর "ভিত্তি" এবং "প্ল্যাটফর্ম" ও "ভিত্তি" উভয়ের বিরুদ্ধে ১৮৪৯ সালে মিলারের মৃত্যুর পর যে পরবর্তী আক্রমণ প্রবর্তিত হয়েছিল—এসবই তাঁর স্বপ্নে চিহ্নিত হয়েছে।

উইলিয়াম মিলার অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তিসমূহের প্রতীক।

তিনি ১৭৯৮ হতে ১৮৬৩ অবধি মিলারাইট ইতিহাসের প্রতীকও।

তিনি ১৭৯৮ হইতে ১৮৪৪ পর্যন্ত মিলারবাদী ইতিহাসেরও প্রতীক।

তিনি ১৭৯৮ সাল থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত তিন স্বর্গদূতের ইতিহাসের প্রতীকও বটে।

তাঁকে ১৭৯৮ হইতে ১৮৪৪ অবধি ছেচল্লিশ বছর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

তিনি "220" সংখ্যার দ্বারা প্রতিনিধিত্বিত, উক্ত 2,520 ও 2,300-এর সাপেক্ষে।

তিনি ‘সাত কাল’—২,৫২০—দ্বারা প্রতীকায়িত।

তাঁকে সংখ্যা দুই হাজার তিনশো দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

মিলারের দুইটি স্বপ্নের পূর্বরূপ ছিল দানিয়েল পুস্তকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত নেবূখদ্নেজারের দুইটি স্বপ্ন।

১৭৯৮-এর কালপর্ব নবূখদ্নেজার দিয়ে আরম্ভ হয় এবং ১৮৬৩ সালে বেলশাস্সর দিয়ে সমাপ্ত হয়।

১৭৯৮ সাল থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়কাল নেবূখদ্নেজের দিয়ে আরম্ভ হয়ে বেলশচ্ছরে সমাপ্ত হয়।

মিলারাইটদের ইতিহাসের প্রতীক হিসেবে, তিনি সেই ভিত্তিসমূহের প্রতীক, যা ২,৫২০-এর "আলফা" আবিষ্কার এবং ২,৩০০-এর "ওমেগা" আবিষ্কারের মধ্যবর্তী সময়ে যে সত্যসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে। উইলিয়াম মিলারের স্বপ্ন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, জেমস হোয়াইট চিহ্নিত করেছিলেন যে "চাবি"টি ছিল বাইবেল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মিলারের পদ্ধতি। ঐ পদ্ধতিটিই দাউদের "চাবি", যা মিলারের কাঁধে আরোপ করা হয়েছিল; কারণ তিনি ২৩০০ বছরের ভবিষ্যদ্বাণীটি উপস্থাপন করেছিলেন, যা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ ইশাইয়া ২২:২২ পূর্ণ হওয়ার সময় সমাপ্ত হয়েছিল।

যে সত্যসমূহ ২০২৩ সাল থেকে উন্মোচিত হতে শুরু হয়েছে, সেগুলি সেই সত্যসমূহই, যা ইতিমধ্যেই হবক্কূকের 'টেবিলস ৯৫' উপস্থাপনাসমূহে চিহ্নিত করা হয়েছিল; এবং এখন সেই সত্যসমূহ 'সত্য'-এর এক নতুন কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত হচ্ছে।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে অরণ্যে ধ্বনিত কণ্ঠের আহ্বান উল্লেখ করেছিল যে ১৮ জুলাই, ২০২০-র ঘোষণার ব্যাপারে যাদের পশ্চাত্তাপ করা ছিল, তাদের জন্য ক্রন্দন ও বিলাপ অপরিহার্য। যারা বুদ্ধিমতী কুমারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের উচিত ছিল দানিয়েলে পুস্তকের নবম অধ্যায়ের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পশ্চাত্তাপ করা; আর সেই প্রার্থনাই হলো লেবীয় পুস্তক ২৬-এ বর্ণিত তাঁদের প্রার্থনা, যারা স্বীকার করে যে তাদের ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিলার যখন বলেন, "আমি এভাবে আমার মহা ক্ষতি ও জবাবদিহিতার জন্য ক্রন্দন ও বিলাপ করছিলাম, তখন আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলাম যেন তিনি আমাকে সহায়তা পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, এবং একজন ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করলেন; তখন উপস্থিত লোকেরা সবাই কক্ষটি ত্যাগ করল; আর তাঁর হাতে একটি ধুলো ঝাড়ার ব্রাশ ছিল, তিনি জানালাগুলো খুলে দিলেন, এবং কক্ষ থেকে ধুলো-ময়লা ও আবর্জনা ঝাড়তে শুরু করলেন।"

যে দ্বারটি খুলেছিল, তা ছিল মিলারের হৃদয়, যখন তিনি "সহায়তা"র জন্য "অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রার্থনা" করেছিলেন। লাওদিকিয়ার প্রতি "সত্য সাক্ষী" হিসেবে যিশু প্রবেশের অন্বেষণে হৃদয়সমূহের দ্বারে কড়া নাড়ছেন। যখন দ্বারটি খুলল, একটি পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হলো। যখন দ্বারটি খুলল, "জানালা"গুলিও খুলে গেল, এবং "জানালা"গুলি হলো স্বর্গের জানালা।

প্রকাশিত বাক্যের ঊনবিংশ অধ্যায়ে যোহন দেখেছিলেন যে, বধূ নিজেকে প্রস্তুত করিবার পরিক্ষণেই, প্রভু যখন তাঁর শ্বেত অশ্বের বাহিনীকে উত্থাপন করলেন, তখন স্বর্গের জানালাগুলি উন্মুক্ত হইল। সে বাহিনীই ইজেকিয়েলের বাহিনী, যাহারা প্রচণ্ড পূর্ব-পবনের বার্তার প্রতি সাড়া দিয়া উঠে দাঁড়ায়। সে বাহিনীই বিজয়ী মণ্ডলী—গম ও আগাছার বিচ্ছেদ সম্পন্ন হইল, যুদ্ধরত মণ্ডলী হইতে বিজয়ী মণ্ডলীতে পরিবর্তিত হয়। সে বিচ্ছেদটিই লাওদিকীয় অভিজ্ঞতা হইতে ফিলাদেলফীয় অভিজ্ঞতায় পরিবর্তনরূপেও প্রতিনিধিত্ব করা হয়। মিলার নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া সত্য সাক্ষীকে অন্তঃপ্রবেশ করিতে দিলেন; এবং সেই সত্য সাক্ষী গম ও আগাছাকে পৃথক করিতে করিতে, এইরূপে নিজ শ্বেত অশ্বের বাহিনীকে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন।

২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর, লোকেরা চলে যাওয়ার পর ধূলি ঝাড়ার ব্রাশধারী ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং ভ্রান্তির আবর্জনা অপসারণের কাজ আরম্ভ করলেন, একই সঙ্গে হাবাক্কূকের ফলকসমূহের প্রাচীন সত্যসমূহকে সত্যের এক নতুন কাঠামোতে স্থাপন করতে করতে।

> ত্রাণকর্তা পিতৃপুরুষ ও নবীরা যা বলেছেন তা বাতিল করতে আসেননি; কারণ তিনিই এই প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কথা বলেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের সমস্ত সত্যই তাঁর থেকেই এসেছে। কিন্তু এই অমূল্য রত্নগুলি ভ্রান্ত প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হয়েছিল। তাদের মূল্যবান আলোকে ভ্রান্তির সাথে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ঈশ্বর চেয়েছিলেন, এগুলোকে ভ্রান্তির সেই প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে সত্যের কাঠামোয় পুনঃস্থাপন করা হোক। এই কাজ কেবল এক ঈশ্বরীয় হাতই সম্পন্ন করতে পারত। ভ্রান্তির সঙ্গে

> সংযোগ থাকার ফলে, সত্য ঈশ্বর ও মানুষের শত্রুর উদ্দেশ্যেই সেবা করে আসছিল। খ্রিষ্ট এসেছিলেন তাকে এমন স্থানে স্থাপন করতে, যেখানে তা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করবে এবং মানবজাতির পরিত্রাণ সাধন করবে। The Desire of Ages, 287.

২০২৪ সালে শিক্ষা দেওয়া প্রারম্ভিক সত্যগুলোর একটি ছিল ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের নিরাশার ব্যাখ্যা। রেখা-পর-রেখা স্বীকৃত হলো যে, প্রত্যেকে সংস্কার-রেখার প্রাথমিক নিরাশাসমূহ দশ কুমারীর উপমায় ২০২০ সালের ১৮ জুলাইকে একটি প্রধান পথচিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। নিরাশার বিষয়টি পবিত্রস্থানের সত্য উন্মোচনের ‘চাবি’ হয়ে দাঁড়াল; যেখানে ১৮৪৪ সালের মহা-নিরাশায় পবিত্রস্থানই ছিল সেই ‘চাবি’ যা নিরাশাকে উন্মোচিত করেছিল।

ধুলো ঝাড়ার ব্রাশধারী ব্যক্তি, যিনি একই সঙ্গে ইহূদা গোত্রের সিংহও, ২০২৩ সালে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটির সিলমোহর খুলতে আরম্ভ করলেন। আমরা এখন মিলারের স্বপ্নের সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যেখানে তিনি বৃহত্তর পেটিকাটি টেবিলের ওপর স্থাপন করছেন এবং তাতে সেই সত্যসমূহ নিক্ষেপ করছেন, যেগুলি সূর্যের চেয়ে দশ গুণ অধিক উজ্জ্বল হয়ে দীপ্ত হবে। সেই রত্নসমূহের একটি হলো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আখ্যানের মধ্যে তিনি কে, তার উদ্ঘাটন।

ভবিষ্যদ্বাণীর মোহর খোলা হলে, তিনি যিহূদার গোত্রের সিংহ, যিনি পুরাতন সত্যসমূহ গ্রহণ করে সেগুলিকে ‘সত্য’-এর তিন ধাপের নতুন কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেন। আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ হিসেবে খ্রীষ্টের দ্বারাই সেই কাঠামোটি সংবদ্ধ থাকে। ঈশ্বরের বাক্য রূপে তিনি তাঁর বাক্যের প্রতিটি উপাদান সুচারুভাবে বিন্যস্ত করেছেন। পালমোনি হিসেবে তিনি গণিতশাস্ত্রের প্রতিটি দিক অভিকল্পনা করেছেন।

পিতর যখন কাইসারিয়া ফিলিপ্পিতে ছিলেন, তৃতীয় প্রহরে, তখন তিনিই “ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ফ্র্যাক্টাল”-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নিজেকে “পালমোনি” হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভু হিসেবে খ্রিস্টের অন্তিম প্রকাশসমূহের একটি হলো “ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ফ্র্যাক্টাল”-এর উপর এই গুরুত্ব আরোপ—যা মথি ১৬:১৮-এ পিতরের মাধ্যমে প্রতীকায়িত; এবং যার প্রতীক ১.৬১৮, যা প্রাকৃতিক জগতে “গোল্ডেন রেশিও” নামে পরিচিত, কিন্তু পালমোনি একে বলেন “ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ফ্র্যাক্টাল”।

২৭ থেকে ৩৪-এর পবিত্র সপ্তাহের মধ্যে অবস্থিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ফ্র্যাক্টালসমূহকে আমরা মাত্র সনাক্ত করতে শুরু করেছি। যোয়েলের গ্রন্থের পথে সেখানে ফিরে যাওয়ার আগে, মিলারের স্বপ্নের বিষয়ে আমাদের বিবেচনায় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ফ্র্যাক্টালসমূহের ওপর যে গুরুত্বারোপ, তা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল।

মিলারের মানুষকে “এসো এবং দেখো” বলে আহ্বান করা এবং খ্রিস্টের—ধূলি ঝাড়ার বুরুশ হাতে ব্যক্তিরূপে—মিলারকে “এসো এবং দেখো” বলে আহ্বান করা দ্বারা চিহ্নিত সময়কালটি 1798 থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত; তবে সেই সামগ্রিক ইতিহাসের মধ্যে 1798 থেকে 1863 পর্যন্ত একটি ফ্র্যাক্টাল নিহিত আছে। 9/11 থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত আরেকটি ফ্র্যাক্টাল রয়েছে, এবং 2023 থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত আরও একটি রয়েছে।

কোলাহলের মধ্যে মিলার যখন চোখ বন্ধ করেছিলেন, তখন তিনি ১৮৪৯ সালের সেই ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, যে সময়ে প্রভু কাজটি সমাপ্ত করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। তিনি ২০২৩ সালে পুনরুত্থিত হয়েছেন, কারণ তিনি সেই

এলিয়াহ, যিনি মূসার সঙ্গে রাস্তায় নহিত হয়েছিলেন। তিনি ১৮৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এবং পরে ২০২০ সালের ১৮ জুলাই পুনরায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

তাঁর স্বপ্ন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রদান করা হয়েছিল; তারপর প্রভু দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের চার্ট প্রকাশ করলেন। যখন প্রভু এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করেন, তখন মিলার পুনরুত্থিত হন।

ইস্রায়েল ও যিহূদা উভয়ের বিচ্ছুরণের সূচনাবিন্দু যিশাইয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

> কারণ সিরিয়ার মস্তক দামাস্কস, এবং দামাস্কসের মস্তক রৎসীন; এবং পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে ইফ্রয়িম ভেঙে চুরমার হবে, যেন সে আর জাতি না থাকে। আর ইফ্রয়িমের মস্তক শমরিয়া, এবং শমরিয়ার মস্তক রমলিয়ার পুত্র। যদি তোমরা বিশ্বাস না কর, তবে নিশ্চয়ই তোমরা প্রতিষ্ঠিত হবে না। যিশাইয় ৭:৮, ৯।

ভাববাণীটি খ্রিস্টপূর্ব 742 সালে প্রদান করা হয়েছিল; এবং উনিশ বছর পরে, খ্রিস্টপূর্ব 723 সালে অশূরীয়রা ইস্রায়েলকে ছত্রভঙ্গ করে ছড়িয়ে দেয়; এবং তারপর ছেচল্লিশ বছর পরে বাবিলীয়দের দ্বারা যিহূদাও ছত্রভঙ্গ করা হয়। এই তিনটি সাল প্রথমে উনিশ বছরের একটি পর্বকে এবং তার পরবর্তী ছেচল্লিশ বছরের একটি পির্বকে নির্দেশ করে। যখন ওই দুই ভাববাণী যথাক্রমে 1798 এবং 1844 খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হলো, তখন খ্রিস্টপূর্ব 742 থেকে 723 সালের সূচনালগ্নের উনিশ বছরের পর্বটি ছিল আলফা উনিশ বছর, যা 1844 থেকে 1863 সালের ওমেগা উনিশ বছরকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

'ওমেগা' উনিশ বছরের সময়কালের পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে মিলার মৃত্যুবরণ করেন, এবং সাত বছর পরে হাইরাম এডসনের 'seven times' বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। আরও সাত বছর পরে 'seven times' প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৮৫৬ সালটি ১৮৬৩ সালের 'Sunday law'-এর পূর্ববর্তী মোহরবদ্ধকরণ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা ঘটেনি।

তৃতীয় স্বর্গদূত ১৮৪৪, ১৮৮৮ এবং 9/11-এ আগমন করেছিলেন। সিস্টার হোয়াইট উল্লেখ করেছিলেন যে, যখন নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল অট্টালিকাসমূহ ধ্বসে পড়বে, তখন প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদ পূর্ণতা পাবে।

এরপর আমি দেখলাম, আর-এক স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে এল, তার কাছে মহান ক্ষমতা ছিল; এবং তার মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হল। এবং সে প্রবল স্বরে চিৎকার করে বলল, মহান বাবিল পতিত, পতিত; আর সে দুষ্ট আত্মাদের বাসস্থান হয়েছে, প্রত্যেক অপবিত্র আত্মার কারাগার, এবং প্রত্যেক অপবিত্র ও ঘৃণ্য পক্ষির খাঁচা। কারণ সব জাতি তার ব্যভিচারের ক্রোধের দ্রাক্ষারস পান করেছে, আর পৃথিবীর রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এবং পৃথিবীর বণিকেরা তার বিলাসিতার প্রাচুর্যে ধনী হয়েছে। তারপর আমি স্বর্গ থেকে আর-একটি স্বর শুনলাম, বলছে, আমার লোকেরা, তোমরা তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, যাতে তার পাপসমূহে অংশ না নাও এবং তার বিপদসমূহ থেকে কিছু না পাও; কারণ তার পাপসমূহ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে, এবং ঈশ্বর তার অধর্মসমূহ স্মরণ করেছেন। সে যেমন তোমাদের করেছে, তোমরা তেমনই তাকে প্রতিদান দাও; তার কাজ অনুসারে তাকে দ্বিগুণ দ্বিগুণ ফিরিয়ে দাও; যে পেয়ালা সে ভরিয়েছে, সেই পেয়ালায় তার জন্য দ্বিগুণ ঢেলে দাও। সে যতটা নিজেকে মহিমান্বিত করেছে এবং বিলাসে

বসবাস করছে, ততটাই তাকে যন্ত্রণা ও শোক দাও; কারণ সে মনে বলে, আমি রাণীর আসনে বসে আছি, আমি বিধিবা নই, এবং শোক দেখব না। এই কারণেই এক দিনে তার বিপদসমূহ আসবে—মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ; এবং সে সম্পূর্ণরূপে আগুনে দগ্ধ হবে; কারণ যিনি তাকে বিচার করেন, সেই প্রভু ঈশ্বর শক্তিশালী। আর পৃথিবীর রাজারা, যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে এবং বিলাসে বাস করেছে, যখন তার দহনধোঁয়া দেখবে, তখন তার জন্য বিলাপ করবে ও শোক করবে, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বলবে, হায়, হায় সেই মহান নগরী বাবিল, সেই পরাক্রান্ত নগরী! কারণ এক ঘন্টার মধ্যে তোমার বিচার এসে গেছে। আর পৃথিবীর বণিকেরা তার জন্য কাঁদবে ও শোক করবে, কারণ আর কেউ তাদের পণ্য ক্রয় করে না—সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর ও মুক্তা; সূক্ষ্ম লিনেন, বেগুনি, রেশম ও রক্তিম বস্ত্র; থাইন কাঠের সব বস্তু; হাতির দাঁতের সব রকম পাত্র; এবং অতি মূল্যবান কাঠের, পিতলের, লোহার ও মার্বেলের সব রকম পাত্র; আর দারুচিনি, সুগন্ধ দ্রব্য, মলম ও ধূপ; মদ ও তেল; সূক্ষ্ম ময়দা ও গম; গবাদি পশু ও ভেড়া; ঘোড়া ও রথ; দাসদাসী, এবং মানুষের আত্মা। আর যে ফলের জন্য তোমার প্রাণ লোভ করত, সেগুলো তোমার কাছ থেকে চলে গেছে; এবং সব কোমল ও মনোরম বস্তু তোমার কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, এবং তুমি আর কখনোই সেগুলো পাবে না। এই সব জিনিসের বণিকেরা, যারা তার দ্বারা ধনী হয়েছিল, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদবে ও বিলাপ করবে, এবং বলবে, হায়, হায় সেই মহান নগরী, যে সূক্ষ্ম লিনেন, বেগুনি ও রক্তিম বস্ত্রে পরিহিত ছিল, এবং সোনা, মূল্যবান রত্ন ও মুক্তা দিয়ে সুশোভিত ছিল! কারণ এক ঘন্টার মধ্যে এত বড় ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। আর প্রত্যেক জাহাজ-অধিনায়ক, এবং জাহাজে থাকা সব সমবেত লোক, ও নাবিকেরা, এবং যতজন সমুদ্রপথে বাণিজ্য করে, সবাই দূরে দাঁড়াল, এবং তারা তার দহনধোঁয়া দেখে চিৎকার করে বলল, এই মহান নগরীর মতো কোন নগরী আছে? এবং তারা নিজেদের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করল, এবং কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করে বলল, হায়, হায় সেই মহান নগরী, যার ঐশ্বর্যের কারণে সমুদ্রে জাহাজধারী সকলে ধনী হয়েছিল! কারণ এক ঘন্টার মধ্যে সে উজাড় হয়ে গেছে। হে স্বর্গ, এবং তোমরা পবিত্র প্রেরিতগণ ও নবীগণ, তার উপর আনন্দ কর; কারণ ঈশ্বর তোমাদের প্রতিশোধ তার উপর নিয়েছেন। তারপর এক পরাক্রান্ত স্বর্গদূত একটি বড় চাকি-পাথরের মতো একখানি পাথর তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল, এবং বলল, এই রূপ প্রচণ্ডতায় সেই মহান নগরী বাবিল নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, এবং আর কখনোই পাওয়া যাবে না। এবং তোমার মধ্যে বীণাবাদকদের, সঙ্গীতজ্ঞদের, বাঁশিবাদকদের ও তূরীবাদকদের স্বর আর কখনোই শোনা যাবে না; এবং যে-কোনো কারিগর, যে-কোনো কারুকার্যেরই হোক, তোমার মধ্যে আর পাওয়া যাবে না; এবং চাকি-পাথরের শব্দ তোমার মধ্যে আর কখনোই শোনা যাবে না; এবং প্রদীপের আলো তোমার মধ্যে আর কখনোই জ্বলবে না; এবং বর ও কনের স্বর তোমার মধ্যে আর কখনোই শোনা যাবে না; কারণ তোমার বণিকেরা ছিল পৃথিবীর মহাপুরুষেরা, এবং তোমার যাদুবিদ্যার দ্বারা সমস্ত জাতি প্রতারিত হয়েছিল। এবং তার মধ্যে পাওয়া গেল নবীদের রক্ত, পবিত্রদের রক্ত, এবং পৃথিবীতে যারা নিহত হয়েছে তাদের সকলের রক্ত।

পদ এক—আর এই সকল বিষয়ের পরে আমি স্বর্গ হইতে আরেকজন স্বর্গদূতকে অবতীর্ণ হইতে দেখিলাম, যাঁহার মহান পরাক্রম ছিল; এবং পৃথিবী তাঁহার মহিমায় আলোকিত হইল।

পদ ২—তিনি শক্তিশালী কণ্ঠে প্রবল চিৎকার করে বললেন, 'মহান বাবিলন পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে; এবং তা পিশাচদের আবাসস্থল, প্রত্যেক অপবিত্র আত্মার আশ্রয়স্থল, এবং প্রত্যেক অশুচি ও ঘৃণিত পক্ষীর খাঁচা হয়ে গেছে।'

পদ তিন—কারণ সমস্ত জাতি তার ব্যভিচারের কোপের দ্রাক্ষারস পান করেছে, এবং পৃথিবীর রাজাগণ তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এবং পৃথিবীর ব্যবসায়ীগণ তার বিলাসিতার প্রাচুর্যের দ্বারা ধনী হয়েছে।

পরাক্রমশালী প্রথম স্বর্গদূত তার হাতে একটি বার্তা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, এবং যোহনকে গিয়ে সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি গ্রহণ করে তা ভক্ষণ করতে আদেশ করা হয়েছিল। সেই প্রথম স্বর্গদূত প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের সেই স্বর্গদূতের ন্যায় একই কাজ সম্পাদন করেন, যিনি তাঁর মহিমা দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করেন। কারণ প্রথম স্বর্গদূত হলেন আলফা এবং তৃতীয় স্বর্গদূত হলেন ওমেগা, এবং সূচনা সর্বদাই সমাপ্তিকে চিত্রিত করে।

> "যীশু এক পরাক্রমশালী স্বর্গদূতকে নিচে নেমে এসে পৃথিবীর অধিবাসীদের সতর্ক করতে নিযুক্ত করলেন, যাতে তারা তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হয়। স্বর্গে যীশুর সান্নিধ্য ত্যাগ করে সেই স্বর্গদূত যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর অগ্রে অতিশয় উজ্জ্বল ও মহিমাময় এক আলো চলছিল। আমাকে বলা হয়েছিল যে তাঁর কাজ ছিল তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করা এবং ঈশ্বরের আগত ক্রোধ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা।" প্রারম্ভিক রচনা, ২৪৫।

প্রথম স্বর্গদূত হলো প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম পদ।

এবং এই সমস্ত বিষয়ের পরে আমি আর একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে দেখিলাম, যাহার নিকট মহাপরাক্রম ছিল; এবং তাহার মহিমা দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হইল।

দ্বিতীয় স্বর্গদূত হলো প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদ।

আর তিনি প্রবল কণ্ঠে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, মহান বাবিল পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে, এবং তা দুষ্ট আত্মাদের বাসস্থান হয়েছে, এবং প্রত্যেক অশুচি আত্মার আটকস্থান, এবং প্রত্যেক অপবিত্র ও ঘৃণিত পাখির খাঁচা।

তৃতীয় স্বর্গদূত হলো প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় পদ।

কারণ সকল জাতি তার ব্যভিচারের ক্রোধের দ্রাক্ষারস পান করেছে, এবং পৃথিবীর রাজাগণ তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এবং পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার বিলাসিতার প্রাচুর্যের দ্বারা ধনী হয়েছে।

তৃতীয় পদে যেমন রূপায়িত হয়েছে, রবিবারের আইনের সময় সমস্ত রাজাগণ বেশ্যার সঙ্গে ব্যভিচার করে। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা হল যে বাবিল পতিত হয়েছে, এবং সেটিই দ্বিতীয় পদ। প্রথম স্বর্গদূতের মিশন ছিল তার মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করা, এবং সেটিই প্রথম পদ। প্রথম পদটি ৯/১১। দ্বিতীয় পদটি হিল সেই বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া, যা ৯/১১ থেকে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে চলমান আছে, এবং তৃতীয় পদটি হিল রবিবারের আইন। এই কারণে, ৯/১১ তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা, এবং রবিবারের আইনও তেমনই। প্রথম তিনটি পদে যেভাবে

উপস্থাপিত হয়েছে, সে অনুযায়ী ৯/১১ হল আসন্ন রবিবারের আইনের সতর্কবাণী, এবং চতুর্থ পদের অন্য কণ্ঠস্বরটি হল রবিবারের আইন। প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম কণ্ঠস্বরটি আসন্ন রবিবারের আইনের সতর্কবার্তা, এবং সেই সতর্কবার্তাই রবিবারের আইনের সময় জীবন্ত বাস্তবে রূপান্তরিত হয়।

9/11 থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়কালটি মিলারের স্বপ্নে আলফা "এসো এবং দেখো" থেকে ওমেগা "এসো এবং দেখো" পর্যন্ত পর্ব দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। 9/11 ও রবিবারের আইনের মধ্যবর্তী সময়ে রত্নসমূহ কক্ষের কেন্দ্রস্থলে মিলারের টেবিলের উপর স্থাপিত হয়, পরে সেগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ও পুঁতে ফেলা হয়, এবং পরিশেষে ধূলি-ঝাড়ু হাতে ব্যক্তি সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করেন। 1840 সালে ছোট পুস্তকসহ যে স্বর্গদূত অবতরণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন প্রথম তথা আলফা স্বর্গদূত, যিনি 9/11-এ অবতীর্ণ স্বর্গদূতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সেই স্বর্গদূতকে দশম অধ্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, যখন যোহনকে বলা হয় যে পুস্তকটি মধুর হবে, কিন্তু পরে তেতো হয়ে উঠবে।

যোহন প্রথম স্বর্গদূতের সেই আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যা মিলারবাদীরা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন; এবং তিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনটিও চিত্রায়িত করছিলেন। প্রথমত ও সর্বাগ্রে, তিনি অন্তিম দিনসমূহেরই প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যেমন নবীরা সর্বদা করেন। এই কারণে, তাঁকে আগেভাগেই বলা হয়েছিল যে সেই গ্রন্থটি প্রথমে মধুর হবে, পরে তিক্ত। মিলারবাদীরা এটি আগেভাগে জানতেন না, কিন্তু এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্য এটি আগাম জানা আবশ্যক।

প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাবাহক হিসেবে মিলার সেই ব্যক্তির প্রধান প্রতীক, যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থটি ভক্ষণ করেছিলেন। একজন শস্য-পেষক হিসেবে তিনি গমকে ভূষি থেকে পৃথক করতেন, শস্যকে ময়দায় রূপান্তরিত করতেন, এবং আহারের জন্য রুটি প্রস্তুত করতেন। তিনি রুটিটি তাঁর কক্ষের কেন্দ্রে স্থাপন করে, যতজন ইচ্ছুক সকলকেই “এসো এবং দেখো” বলে ডেকে তা ভাগ করে দিতেন। কিন্তু স্বর্গদূতের হাত থেকে গ্রন্থটি গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতীকরূপে, মিলার, যোহনের ন্যায়, প্রথম স্বর্গদূতের প্রারম্ভকালের তুলনায় তৃতীয় স্বর্গদূতের অন্তিমকালকেই অধিকতর সম্বোধন করছেন। তাঁর স্বপনে তিনি এই জানিয়ে সূচনা করেন যে, তিনি তাঁর বার্তা এক অদৃশ্য হাতের মাধ্যমে পেয়েছিলেন। প্রকাশিত বাক্য দশের প্রথম স্বর্গদূতের হাতে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রয়েছে; কিন্তু প্রকাশিত বাক্য আঠারোর স্বর্গদূত—যিনি ১৮৪০-এর আলফার ওমেগা—তার হাতে কোনো গ্রন্থ উপস্থাপিত নয়; এবং সেটিই সেই গ্রন্থ যা মিলার গ্রহণ করেছিলেন—অদৃশ্য হাতের প্রদত্ত গ্রন্থ। মিলারের “এসো এবং দেখো” হলো 9/11, আর ধুলো-ঝাড়ু-ধারী ব্যক্তির “এসো এবং দেখো” হলো রবিবারের আইন।

আলফা ও ওমেগা—‘এসো এবং দেখো’—এর মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা, কারণ আলফা হলো ৯/১১, যা অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম পদ; আর দ্বিতীয় পদ হলো দ্বিতীয় স্বর্গদূত, যা তৃতীয় পদে সমাপ্ত হয়, এবং তৃতীয় পদই রবিবার-আইন ও ওমেগা ‘এসো এবং দেখো’। মিলারের স্বপ্নে দ্বিতীয় স্বর্গদূত ও বাবিলনের পতনকে ‘বিচ্ছুরণ’ শব্দটির সাতবার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, অপরদিকে সামগ্রিক বয়ানটি নির্দেশ করে যে সত্য ভ্রান্তির দ্বারা পরাভূত হচ্ছে।

প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূত বার্তা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যে বার্তাটি যথাক্রমে ১১ আগস্ট, ১৮৪০ এবং ৯/১১ তারিখে গ্রহণ ও ভক্ষণ করতে হবে। এই দুই তারিখ প্রকাশিত বাক্য

আঠারো অধ্যায়ের প্রথম পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১৮৪২ সালের মে মাসে ভিত্তিমূলক সত্যসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল, এবং হাবাক্কূকের দুই ফলকের আলফা ছিল ১৮৪৩ সালের অগ্রদূতদের চার্ট। ২০১২ সালে হাবাক্কূকের ফলকসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮৪২ সালের মে মাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল মিলেরাইটরা তাদের প্রথম হতাশার সম্মুখীন হয়, যা ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের ধরনরূপ ছিল। সেই সময়েই দ্বিতীয় স্বর্গদূত আগমন করল, এবং তার আগমন প্রকাশিত বাক্য ১৮:২-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ঐ হতাশা প্রথম স্বর্গদূতের পরিসমাপ্তিকে চিহ্নিত করেছিল। সেখানে দ্বিতীয় স্বর্গদূত আগমন করল, কুমারীদের দৃষ্টান্তে বর্ণিত বিলম্বকাল আরম্ভ হলো। প্রথম স্বর্গদূতের ইতিহাস দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরালে চলার কথা, এবং এভাবে প্রয়োগ করলে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমন ১৮৪০ সালে ও 9/11-এ প্রথম স্বর্গদূতের আগমনের সঙ্গে সমলয় হয়।

এক প্রতীক্ষাকাল ৯/১১-এ উপস্থিত হলো, যা ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪ দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল। ৯/১১-এ ইসলামের চার বায়ু মুক্তি পেলে, এবং পরে তা নিয়ন্ত্রণে রুদ্ধ রাখা হলো। যোহনের উল্লিখিত সেই চার বায়ুই যিশাইয়াহ্র "প্রচণ্ড বায়ু", এবং ভবিষ্যদ্বাণীর "পূর্বীয় বায়ু"; আর সীলদানকারী স্বর্গদূত পূর্ব দিক থেকে উদীয়মান হন। তিনি যখন উদীয়মান হন, সিস্টার হোয়াইটের মতে তিনি চারবার "ধরে রাখ, ধরে রাখ, ধরে রাখ, ধরে রাখ" বলে আহ্বান করেন। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সঙ্গে যে প্রতীক্ষাকাল শুরু হয়, তা এইভাবে উপস্থাপিত যে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সীলপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চার বায়ু নিয়ন্ত্রণে ধরে রাখা হয়।

প্রথম নিরাশার পর, স্যামুয়েল স্নো মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনির বার্তাটি সংকলিত করিতে পরিচালিত হন; এভাবে তিনি ২০২৩ সালের জুলাই মাসে অরণ্যে ধ্বনির প্রতিরূপ হইয়া উঠেন।

এক্সেটার ক্যাম্প-মিটিংয়ে, পরীক্ষার তেলের ভিত্তিতে কুমারীদের যে পৃথকীকরণ ঘটেছিল, তা চুক্তির দূতের কার্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মিলারাইটদের শোধিত ও বিশুদ্ধ করেছিল। এক্সেটার ক্যাম্প-মিটিংটি মোহরকরণকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল; কারণ তখনকার কাজ জলোচ্ছ্বাসের ন্যায়, কিংবা এক পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর ন্যায়, অগ্রসর হয়েছিল, ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তৃতীয় স্বর্গদূত আগমন করা পর্যন্ত। এই ইতিহাসের মূল চাবিকাঠি হলো সেই পৃথকীকরণ।

দ্বিতীয় স্বর্গদূত আগমনের সময় একটি বিচ্ছেদের কাজ সম্পাদন করে, যেমনটি দ্বিতীয় স্বর্গদূত প্রথম হতাশার সময় করেছিল, এবং তা ২২ অক্টোবরের বিচ্ছেদে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল। দুই বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী সময়ে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল। তেলের চূড়ান্ত পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বর্গদূতের কার্য একটি ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদ। তেলের চূড়ান্ত পরীক্ষা তৃতীয় স্বর্গদূতের লিটমাস-পরীক্ষার দিকে নিয়ে যায়। সেই লিটমাস-পরীক্ষা যীশুর জন্য ছিল ক্রুশ, এবং গেথসেমানি উদ্যান—যার অর্থ ‘তেলচাপার উদ্যান’—ক্রুশের লিটমাস-পরীক্ষার পূর্বে ছিল; আর কুমারীদের তেলের পরীক্ষা ১৮৪৪ সালের বন্ধ দরজার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

চূড়ান্ত পরীক্ষা—যার পরেই বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল—প্রাচীন ইস্রায়েলের জন্য দশম পরীক্ষা ছিল। তখন তাদের অরণ্যে মৃত্যুবরণ করার জন্য দণ্ডিত করা হয়েছিল। কাদেশে, গেথসেমোনি বা এক্সেটার—যেখানেই হোক না কেন; বিচারের পূর্ববর্তী সেই চূড়ান্ত পরীক্ষা, যেখানে দুই শ্রেণি পৃথক করা হয়, ২০২৩-পরবর্তী এক চূড়ান্ত পরীক্ষাকে চিহ্নিত করে, যা

রবিবার-আইনের বন্ধদ্বার বিচারের পূর্বে সংঘটিত হয়। সেই চূড়ান্ত পরীক্ষা হলো মোহরকরণ। চূড়ান্ত বা শেষ পরীক্ষার উল্লেখ প্রথম পরীক্ষার অস্তিত্বকে তর্কসঙ্গতভাবে নির্দেশ করে।

২০২৩ সালে, যিহূদা গোত্রের সিংহ তাঁর হাত অপসারণ করে বিলম্বিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত দর্শনের সীলমোহর খুলে দেওয়ায় বিলম্বকাল সমাপ্ত হল। তারপর সামুয়েল স্নোর কার্য আরম্ভ হল।

যদি আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের কালপর্বকে পরস্পরের সমান্তরালে স্থাপন করি, তবে তারা এমন এক বার্তাসংবলিত স্বর্গদূতের অবতরণকে চিহ্নিত করে, যে বার্তাটি “বার্তাটি গ্রহণ করো এবং খাও” এই আদেশের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ঈশ্বরের প্রজাদের পরীক্ষা করে। এরপর সেই ভিত্তিমূলক বার্তাটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়, যতক্ষণ না সেই ভিত্তিমূলক বার্তাটি ব্যর্থ হয়। তারপর তৃতীয় স্বর্গদূত আসে। তৃতীয় স্বর্গদূতের কালপর্ব হলো সেই উনিশ বছর, যা খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ হতে ৭২৩ অবধি “ওমেগা উনিশ বছর” ছিল।

1844 থেকে 1863 পর্যন্ত সময়পর্ব, এবং 742 খ্রিস্টপূর্ব থেকে 723 খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত সময়পর্ব পরস্পরের সমান্তরালে চলে, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের সময়পর্বগুলির সঙ্গেও সমান্তরাল। সেই চারটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের রেখা 9/11 থেকে রবিবার আইন পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই পাঁচটি রেখা মিলারের আলফা "এসো এবং দেখো" এবং খ্রিস্টের ওমেগা "এসো এবং দেখো"-এর ইতিহাস।

চার গুণ সাত

সঠিকভাবে অনুধাবন করলে লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে ‘সাত কাল’ কথাটি চারবার উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এই ‘সাত কাল’ মিলার ও তাঁর বার্তার একটি প্রতীক। ১৮৪২ সালে, ‘সাত কাল’ সম্পর্কে মিলারের উপলব্ধি ১৮৪৩ সালের চার্টে অঙ্কিত হয়, যে চার্ট সম্পর্কে ভগিনী হোয়াইট বলেছেন, “তা প্রভুর হাত দ্বারা পরিচালিত ছিল,” এবং “এতে কোনো পরিবর্তন আনা উচিত নয়।” সাত বছর পরে ১৮৪৯ সালে মিলার মৃত্যুবরণ করেন, এবং আরও সাত বছর পরে ‘সাত কাল’-এর বার্তাটি হাইরাম এডসন লিপিবদ্ধ করেন, এবং আরও সাত বছর পরে তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৮৪২ সালে হাবাক্কূকের প্রথম সারণি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪৯ সালে ১৮৪৩ সালের চার্টে উল্লিখিত "seven times"-এর আলফা বার্তাবাহক মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৫৬ সালে ১৮৫০ সালের চার্টে ‘সেভেন টাইমস’-এর ওমেগা বার্তাবাহককে অগ্রাহ্য করা হয়।

১৮৬৩ সালে হবক্কূকের দুটি ফলক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ১৮৬৩ সালের চার্ট প্রকাশিত হয়।

আরম্ভে একটি ঐশী ছক প্রকাশিত হয় এবং সমাপ্তিতে একটি মানবীয় ছক প্রকাশিত হয়। মধ্যভাগে দুইজন বার্তাবাহক চিহ্নিত করা হয়, কারণ দ্বিতীয় বার্তায় সর্বদা দ্বিরুক্তি থাকে।

প্রথম স্বর্গদূত

১৮৪২ সালে হাবাক্কূকের প্রথম সারণি প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় স্বর্গদূত

১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৮৪৩ সালের চার্টের প্রবীণ বার্তাবাহক পরলোকগমন করেন।

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৮৫০ সালের চার্টের নতুন বার্তাবাহককে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

তৃতীয় স্বর্গদূত

১৮৬৩ সালে বার্তাটি প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং ১৮৬৩ সালের চার্টটি প্রকাশিত হয়।

এটি একটি একুশ-বছরের পর্ব, যা 'সাত সময়'-এর চারটি প্রতীককে উপস্থাপন করে; প্রতিটির মধ্যে সমানভাবে সাত বছরের ব্যবধান রয়েছে। আলফা বার্তা প্রকাশিত হয় (1842), আলফা বার্তাবাহক মৃত্যুবরণ করেন (1849), ওমেগা বার্তাবাহক উপেক্ষিত হন (1856) এবং ওমেগা বার্তা প্রত্যাখ্যাত হয় (1863), যা প্রতীকায়িত করে 2012; 18 জুলাই, 2020; 2023; এবং শীঘ্র আগত রবিবার আইনকে। 1849 সালে মিলারের মৃত্যু 18 জুলাই, 2020-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। বার্তাবাহক ও বার্তাটি 2023 সালে পুনরুত্থিত হয়েছিল। এখন ওমেগা বার্তাটি উন্মোচিত হচ্ছে, এবং এর পরে 1863 সালের রবিবার আইন আসে।

মিলারাইট আন্দোলনে বার্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারপর বার্তাবাহক প্রয়াত হন। সমান্তরাল আন্দোলনে বার্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারপর বার্তাটি মরে গেল। বার্তাটি ১৮৫৬ এবং ২০২৩ সালে পুনরুত্থিত হয়েছিল। ১৮৬৩-এর পরিচয়চিহ্ন হলো ধর্মত্যাগ, এবং রবিবার-আইনে তার প্রতিস্বরূপের পরিচয়চিহ্ন হলো বিজয়। রবিবার-আইন ও ১৮৬৩-এর ধর্মত্যাগ ও বিজয়ের পূর্বে, ১৮৫৬-এর "seven times"-এর শীর্ষপ্রস্তরের ওমেগা-আলোর মোহর খোলা উপস্থাপিত হয়, যেমনটি ২০২৩ সাল থেকে হয়ে আসছে।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে চালিয়ে যাব।

উইলিয়াম মিলার: ১৭৮২–১৮৪৯

> উইলিয়াম: "ইচ্ছা" এবং "শিরস্ত্রাণ"—"অটল রক্ষক", "দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিভাবক", অথবা "দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যোদ্ধা"।
>
> কলচালক: যে ব্যক্তি একটি কল পরিচালনা করেন, বিশেষত এমন কল যা শস্য পিষে ময়দা উৎপাদন করে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা

> একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ-হৃদয় কৃষক, যিনি পবিত্র শাস্ত্রের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন, কিন্তু যিনি আন্তরিকভাবে সত্য জানতে ইচ্ছুক ছিলেন, তিনিই ছিলেন ঈশ্বর কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি, খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ঘোষণা প্রচারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। অন্যান্য বহু সংস্কারকের ন্যায়, উইলিয়াম মিলার জীবনের প্রারম্ভে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন এবং তদ্দ্বারা উদ্যম ও আত্মসংযমের মহান পাঠ শিখেছিলেন। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, সেই পরিবারের সদস্যরা স্বাধীনচেতা ও স্বাধীনতাপ্রেমী মনোভাব, সহনক্ষমতা, এবং উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমে দ্বারা চিহ্নিত ছিলেন—যে বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর চরিত্রেও প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁর পিতা বিপ্লবের সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন, এবং সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ

কালের সংগ্রাম ও দুঃখভোগে তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, মিলারের প্রারম্ভিক জীবনের সংকীর্ণ আর্থিক অবস্থার কারণ তারই মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাঁর শারীরিক গঠন ছিল সুদৃঢ়; এবং শৈশবেই তিনি স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক বৌদ্ধিক শক্তির প্রমাণ দিয়েছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর মন ছিল সক্রিয় ও সুবিকশিত, এবং জ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল তীব্র তৃষ্ণা। যদিও তিনি কলেজীয় শিক্ষার সুবিধা লাভ করেননি, অধ্যয়নপ্রেম ও সূক্ষ্ম চিন্তা এবং নিবিড় সমালোচনার অভ্যাস তাঁকে সুদৃঢ় বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী পুরুষে পরিণত করেছিল। তাঁর নৈতিক চরিত্র ছিল অভিযোগাতীত, এবং তাঁর খ্যাতি ছিল ঈর্ষণীয়; সততা, মিতব্যয়িতা ও পরোপকারিতার জন্য তিনি সাধারণভাবে সম্মানিত ছিলেন। উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি অল্প বয়সেই যথেষ্ট সচ্ছলতা অর্জন করেছিলেন, যদিও তাঁর অধ্যয়নের অভ্যাস তবু অব্যাহত ছিল। তিনি বিভিন্ন বেসামরিক ও সামরিক পদে সুনামের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং ধনসম্পদ ও সম্মানলাভের পথসমূহ যেন তাঁর জন্য বিস্তৃতভাবে উন্মুক্ত বলে প্রতীয়মান হতো। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৩১৭।

ঈশ্বর-জ্ঞান মানসিক পরিশ্রম ব্যতীত, প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা ব্যতীত অর্জিত হয় না—যেন তোমরা সত্যের বিশুদ্ধ শস্য থেকে সেই ভুষি পৃথক করতে পার, যার দ্বারা মানুষ ও শয়তান সত্যের মতবাদসমূহকে বিকৃত করেছে। শয়তান এবং তার মানবীয় সহযোগীদের জোট সত্যের শস্যের সঙ্গে ভ্রান্তির ভুষি মিশিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। আমাদের উচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে গুপ্ত ধন অনুসন্ধান করা, এবং স্বর্গ থেকে প্রজ্ঞা প্রার্থনা করা, যাতে মানব-উদ্ভাবনকে ঐশী বিধান থেকে পৃথক করতে পারি। মুক্তির পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত মহান ও অমূল্য সত্যের অনুসন্ধানীতে পবিত্র আত্মা সহায়তা করবেন। আমি সকলের মনে এই সত্যটি নিবিষ্ট করতে চাই যে, শাস্ত্রের কেবল নৈমিত্তিক পাঠ যথেষ্ট নয়। আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে, এবং এর অর্থ হলো, বাক্য যা যা নির্দেশ করে তার সবকিছুই কার্যকর করা। যেমন খনি-শ্রমিক সোনার শিরা আবিষ্কারের জন্য আগ্রহভরে পৃথিবী অনুসন্ধান করে, তেমনি তোমাদের ঈশ্বরের বাক্য অন্বেষণ করতে হবে সেই গুপ্ত ধনের জন্য, যা শয়তান এতদিন ধরে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। প্রভু বলেন, 'যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছুক হয়, তবে সে শিক্ষার বিষয়ে জানতে পারবে।' যোহন ৭:১৭, সংশোধিত সংস্করণ।

ঈশ্বরের বাক্য সত্য ও জ্যোতি; তা আপনাদের পায়ের প্রদীপ হওয়ার জন্য, যাতে ঈশ্বরের নগরীর দ্বার পর্যন্ত যাত্রাপথে প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাদের পথনির্দেশ করে। এই কারণেই শয়তান এমন মরিয়া প্রচেষ্টা করেছে সেই পথকে ব্যাহত করতে, যে পথ প্রভুর মুক্তিপ্রাপ্তদের চলার জন্য উত্থাপিত হয়েছে। আপনারা আপনাদের ধারণা নিয়ে বাইবেলের কাছে যাবেন না, এবং আপনাদের মতামতকে এমন এক কেন্দ্র করবেন না, যার চারদিকে সত্যকে আবর্তিত হতে হবে। অনুসন্ধানের দ্বারপ্রান্তে আপনাদের ধারণাগুলি একপাশে রাখুন, এবং বিনীত, সংযত হৃদয়ে, নিজের সত্তাকে খ্রিস্টে লুকিয়ে রেখে, আন্তরিক প্রার্থনাসহ, ঈশ্বরের নিকট থেকে প্রজ্ঞা অন্বেষণ করুন। আপনারা অনুভব করবেন যে ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছা আপনাদের জানা আবশ্যক, কারণ এটি আপনাদের ব্যক্তিগত ও চিরস্থায়ী কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাইবেল এমন এক নির্দেশিকা, যার দ্বারা আপনারা অনন্ত জীবনের পথ জানতে পারেন। আপনারা সর্বোপরি এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবেন, যাতে প্রভুর ইচ্ছা ও পথসমূহ আপনারা জানতে পারেন। আপনারা এমন উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করবেন না যে, শাস্ত্রের এমন পাঠ খুঁজবেন যেগুলোকে আপনারা আপনাদের তত্ত্ব প্রমাণের জন্য ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করতে পারেন; কারণ ঈশ্বরের

বাক্য ঘোষণা করে যে, এটি শাস্ত্রকে টেনে বিকৃত করা, যা আপনাদের নিজেদের ধ্বংসের কারণ হয়। আপনাদের প্রত্যেকে পূর্বধারণা থেকে নিজেদের শূন্য করে, প্রার্থনার আত্মা নিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের অনুসন্ধানে আসতে হবে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

উইলিয়াম মিলার ম্যাসাচুসেটসের পিটসফিল্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল মাত্র ১৮ মাস; কিন্তু পাঠাভ্যাসের দৃঢ়তার কারণে তিনি স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। অল্প বয়সেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন—কবিতা রচনা করতেন এবং দিনলিপি রাখতেন। তাঁর পাঠ তাঁকে অবিশ্বাসী লেখকবৃন্দের রচনার সঙ্গে পরিচিত করেছিল, যাঁরা তাঁকে দেবেবাদের দিকে প্রভাবিত করেছিলেন। কুড়ির দশকের শেষভাগে তিনি জাস্টিস অব দ্য পিস পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৮১২ সালের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই সংঘাতকালে প্রাপ্ত একাধিক অভিজ্ঞতা তাঁর মনকে এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের দিকে প্রবণ করেছিল। ১৮১৬ সালের মধ্যে তিনি ধর্মান্তরিত হন এবং গভীর আন্তরিকতায় বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি লিখেছিলেন, 'পবিত্র শাস্ত্র ... আমার পরম আনন্দের বিষয় হয়ে উঠল, এবং যীশুতে আমি এক বন্ধু পেলাম।'

১৮১৮ সালের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের অধ্যয়নে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যিশু ‘প্রায় ১৮৪৩ সালে’ ফিরে আসবেন। এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ও ঐশ্বরিক বিধানের পথনির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, ১৮৩১ সালে তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে সর্বসমক্ষে তাঁর গবেষণা ভাগ করে নেওয়া শুরু করেন। ১৮৩৯ সালে বিশিষ্ট সম্পাদক জে. ভি. হাইমস-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, প্রধান শহরসমূহে বৃহৎ জনসমাবেশে প্রচার করার পথ উন্মুক্ত হয়। অনেকের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর প্রচার—এবং যারা অ্যাডভেন্ট বার্তা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রচার—গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে; খ্রিষ্টের শীঘ্র আগমন সম্পর্কে বিশ্বাস গ্রহণকারীর সংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছায়। ১৮৪০ সালের মার্চ মাসে, যখন তাঁর বয়স বারো বছর ছিল, এলেন হারমন মেইনের পোর্টল্যান্ডে তাঁর কথা শোনেন। তিনি বির্ণনা করেছেন, “মি. মিলার এমন নির্ভুলতার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অনুসরণ করেছিলেন যে তা তাঁর শ্রোতাদের হৃদয়ে দৃঢ় প্রত্যয় সঞ্চার করেছিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কালপর্বসমূহ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলেন এবং তাঁর অবস্থান দৃঢ় করতে বহু প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন। এরপর, যারা অপ্রস্তুত ছিল তাদের প্রতি তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী আহ্বান ও সতর্কবাণী জনসমাগমকে যেন সম্মোহিতের ন্যায় বেঁধে রেখেছিল।” লাইফ স্কেচেস, ২০।